যায়যায়দিন

তারিখ ... 5 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

এক্সিম ব্যাংকের এক দশক পূর্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নর

গ্রাম উপকূল হাওর প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা বৃত্তি ছড়িয়ে দিন

যায়যায়দি রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন, শুধু শহরে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নয়-শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রাম, উপকূল, হাওর ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি গ্রামের অদম্য মেধাবীদের আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি একটি করে সৌর বাতি দেয়ার পরামর্শ দেন।

গত রোববার সোনারগাঁও হোটেলে বেসরকারি খাতের এক্সিম ব্যাংকের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতি গভর্নর এ আহ্বান জানান। এতে গ্রাহক সমাবেশ ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গভর্নর এতে ঢাকা অঞ্চলের ১২০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান।

ড. আতিউর রহমান বলেন, বর্তমান বিশ্বে করপোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটির (সিএসআর) দিকে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রমে বিশেষভাবে নজর দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যাতে আগামীতে খাতটি আরো বেশি মানসম্মত, দক্ষ ও সম্প্রসারিত হয়। দেশে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তির আওতায় এনে এক্সিম ব্যাংক করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনেও নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাংকটি সুচিন্তিতভাবে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও আগামীতে এ প্রকল্প গ্রামভিত্তিক হলে এর যথার্থতা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বৃত্তি মানেই শিক্ষার ব্যাপক স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির প্রেরণাকে সম্বল করে সামনে এখনো অনেক পথ এগোতে হবে। কখনো ব্যর্থ

হওয়া যাবে না। দেশে আজ সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাহসী মানুষের খুবই প্রয়োজন।

এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলাম মজুমদার সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় বৃত্তি প্রকল্প কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মসিহুর রহমান ব্যাংকের আর্থিক চিত্র তুলে ধরে লন্ডনে সদ্য চালু হওয়া এক্সিম এক্সচেঞ্জ কোম্পানির বর্ণনা দেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা সমাজের উন্নয়ন করতে পারে না। এজন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ জরুরি। কারণ এ খাতের উন্নয়ন হলে অর্থনীতি, বাণিজ্যসহ অন্যান্য খাতেরও উন্নয়ন হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমি ২০০৬ সালে এক্সিম ব্যাংকের বৃত্তি প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করেছিলাম। আর আজ স্বচক্ষে দেখে গেলাম তা অব্যাহত আছে। এটি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে।'

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অন্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আনিসুল হক, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. আবদুল করিম, বাণিজ্য সচিব ফিরোজ আহমেদ, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. আতাউল হাকিম প্রমুখ।

ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল ও আবদুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো. শহিদুল্লাহ, মো. হাবিবুল্লাহ, মো. নূরুল আমীন ফারুক, মো. আবদুল্লাহ, মাহবুবুর রশিদ, মো. জুবায়ের কবির, ইনডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর মো. সিকান্দার আহমেদ খান। স্পন্সর ও সাবেক পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রুবীনা শহীদ।

এছাড়াও অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক একরামুল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া, ড. মো. হায়দার আলী মিয়া ও নির্বাহীরা এবং বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ্ মো. আবদুল বারী।

উল্লেখ্য, এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এক হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ২০০৬ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের আওতাধীন শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বৃত্তি পাওয়া অব্যাহত থাকবে। শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কর্জে হাসানা নামে মুনাফাবিহীন বিনিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। এক্সিম ব্যাংক প্রলঙ্করী সিডর ও ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে সরকারের ত্রাণ তহবিলে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দান করে। এছাড়াও এক্সিম ব্যাংক হাসপাতালের কাজ সমাপ্তির পথে। শিগগিরই এ হাসপাতাল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য দাতব্য চিকিৎসাসেবা শুরু করবে। দেশের ক্রীড়া উন্নয়নেও এক্সিম ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।